দৈনিক জনকণ্ঠ

17

তারিখ 25 OCT 1996
পৃষ্ঠা কলাম

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ঢাকা বইমেলা প্রসঙ্গে

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রম সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থ উন্নয়ন ও বিপণন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের কথা থাকলেও গ্রন্থকেন্দ্র এখন বইমেলা অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছে। কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে অন্তত তাই মনে হয়। ভালমন্দ মিলিয়ে গত দুই বছর ধরে দেশব্যাপী গ্রন্থ সপ্তাহ পালন ও বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিয়মিত। পহেলা জানুয়ারি গ্রন্থ দিবসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বইমেলা। চলে পক্ষকালব্যাপী। জেলা শহরে চলে সাত দিন। স্বাধীনতা ও বিজয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে এবার ঢাকা বইমেলা শুরু হচ্ছে ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ থেকেই। অবশ্য জেলা পর্যায়ের মেলাগুলো যথারীতি ১ জানুয়ারি থেকেই শুরু হচ্ছে। আসন্ন ঢাকা বইমেলা, গ্রন্থ সপ্তাহ এবং গ্রন্থ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক ওসমান গনি। তাঁর বক্তব্য, এবারের ঢাকা বইমেলাকে আন্তর্জাতিক বইমেলা হিসাবে আরও সুন্দর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শতাধিক দেশে দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়েছে মেলায় অংশ নেয়ার জন্য। বিদেশী চল্লিশটি প্রকাশনা সংস্থাকে সরাসরি চিঠি লেখা হয়েছে। যার মধ্যে ভারতের ৩০টি প্রকাশনা সংস্থাও আছে। গত মেলায় ভারতীয় প্রকাশকগণ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করলেও এবার অন্তত সাতটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জনের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে এবছরও বইমেলায় বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকছে কিনা এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক বলেন, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর থিম প্যাভেলিয়ন পরিচালনা করবে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রকাশনা ও উপকরণ সামগ্রী এই প্যাভেলিয়ন থেকে বিক্রি করা হবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের নিজস্ব প্যাভেলিয়নেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রকাশনা বিক্রি ও প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

ঢাকা বইমেলা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে বেশ ক'টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ। দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ এখানে সুপারিশ প্রণয়ন করবেন গ্রন্থাগার আইন, গ্রন্থস্বত্ব আইন, পাইরেসি, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, বই বিপণন ও ব্যবস্থাপনার ওপর। এবারের মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হবে গ্রন্থপঞ্জী।

মেলায় ১৬টি প্যাভেলিয়ন এবং দেড় শতাধিক স্টল থাকবে। ভারতীয় বাংলা বই বিক্রি সুবিধা নিয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু ঢাকার প্রকাশকদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে এই ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কথা জানা

মোস্তফা হোসেইন

গেছে। অধিকাংশ প্রকাশকই মনে করেন ভারতীয় বাংলা বই মেলায় বিক্রির অনুমতি দেয়া ঠিক হবে না। মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলে যাঁরা বাজার উন্মুক্ত রাখার কথা বলেন এমন দু'একজনও ভারতীয় বাংলা বই বিক্রির অনুমতি না দেয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শেষোক্তদের মতে, বাংলাদেশে ভারতীয় বই যে পরিমাণে আসে আমাদের বইও সেই পরিমাণে তাঁরা নিচ্ছে না। আমাদের বই ভারতীয় বইয়ের সঙ্গে গুণগত মানের দিক থেকে প্রতিযোগিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে অবাধে বই বিক্রির সুবিধা প্রদান দেশীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

দর্শনীর বিনিময়ে বইমেলার আয়োজন এই দেশে চালু করেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। আগের মতো এবারও প্রবেশ টিকিটের ওপর লটারীর মাধ্যমে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকছে। স্টল ও প্যাভেলিয়নের ওপরও পুরস্কার দেয়া হবে। স্কুল শিক্ষার্থীদের বিশেষ ব্যবস্থায় প্রবেশ মূল্য ছাড়া মেলায় আসার সুযোগ থাকছে। গ্রন্থ সপ্তাহ উপলক্ষে প্রচার ব্যবস্থাও জোরদার করা হবে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থ উন্নয়নে অপরাপর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থবির হয়ে পড়ছে– এ ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনার প্রেক্ষতে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, এটা সর্বাংশে ঠিক নয়।

তারপরও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্রচলিত কার্যক্রমে যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা লক্ষণীয়। প্রকাশনা ও গ্রন্থ উন্নয়ন বিষয়ক দেশের একমাত্র পত্রিকা মাসিক। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর প্রকাশনা শুরু হলেও সময়ের অনিয়মকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। এই প্রসঙ্গে পরিচালক ওসমান গনি ছাপাখানার ত্রুটিকে দায়ী করেছেন। বলেছেন, এখন থেকে বাংলা একাডেমী প্রেসে বই, পত্রিকা ছাপা হচ্ছে। শীঘ্রই পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশনার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী গ্রন্থসুহৃদ সমিতির কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে প্রায় বন্ধ। পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থসুহৃদ সমিতির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোগে কার্যক্রম শুরু হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। গ্রন্থসুহৃদ সমিতির কার্যক্রম প্রায় স্থবির হলেও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী বই পাঠ সংক্রান্ত রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সব শ্রেণীর পাঠকের জন্য 'আমার প্রিয় বই' শীর্ষক এই প্রতিযোগিতায় প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক।

ওসমানী উদ্যানের একটি পরিত্যক্ত ভবনে পরিচালিত হচ্ছিল মহানগর পাঠাগার। যে কোন সময় ভবনটি ভেঙ্গে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় মহানগর পাঠাগারের পাঠপক্ষ সাময়িকভাবে গ্রন্থ ভবনের উপরতলায় স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে বহুল প্রচারের কোন ব্যবস্থা আজও নেয়া হয়নি। পাঠাগারটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে হওয়ার পরও এখানে আশানুরূপ পাঠক সমাগম হয় না। যার অন্যতম কারণ অপ্রতুল প্রচার ব্যবস্থা এবং গ্রন্থ সংগ্রহ। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক জানিয়েছেন, গ্রন্থ সংগ্রহ বাড়ানোর জন্য এ বছর তিন লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপরও এটা প্রায় নিশ্চিত, গ্রন্থ সংগ্রহের সংখ্যাল্পতার কারণে পাঠককে বই ধার দেয়া মহানগর পাঠাগারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

গত সরকার আমলে প্রণীত গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধীরগতি লক্ষণীয়। দেশে কোন গ্রন্থাগার আইন নেই। গ্রন্থাগার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপও সন্তোষজনক নয়। প্রকাশনা ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে, প্রকাশনার সংখ্যা ও গুণগত মানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তারপরও প্রকাশনাকে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। এ কাজেও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভূমিকা রয়েছে।

গ্রন্থের মুদ্রণ, অঙ্গসৌষ্ঠব ও গঠন সৌকর্য এবং প্রচ্ছদের ওপর প্রতিবছরই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে থাকে। ১৯৯৪ সালের পুরস্কার প্রদানের জন্য গ্রন্থ মনোনয়ন কাজ যথাসময়ে শেষ হলেও আজ অবধি পুরস্কার প্রদান করা হয়নি।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তার সামগ্রিক কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলে দেশের প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবারই জন্য শুভ সূচনা হবে। একইভাবে প্রত্যক্ষ মুনাফাহীন এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সচ্ছলতাও বিবেচ্য বিষয়। আর এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারী সহযোগিতার সম্প্রসারণ অপরিহার্য।